দেশ এর সম্পাদকের বৈঠকে

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হতভাগা জনৈক দর্শক

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘দেশ’ পত্রিকাটি গত সাতাত্তর বছর ধরে দুই বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি সচেতন মানুষের মেধা ও মননে দ্বীপ শিখা জ্বালিয়ে আসছে। সেই পত্রিকাটির বর্তমান সম্পাদক শ্রী হর্ষ দত্তকে নিয়ে গত ২৭শে মার্চ সিড্‌নীতে এপিং এর একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হল একটি মনোজ্ঞ সাহিত্য সন্ধ্যা। আয়োজনে আনন্দ ধারা পাঠক ফোরাম।

অনুষ্ঠানটি সব মিলিয়ে হতে পারতো অত্যন্ত চমৎকার, দৃষ্টি নন্দন ও উপভোগ্য একটি অনুষ্ঠান, কিন্তু আয়োজকদের অপরিমেয় সময়জ্ঞান ও পরিকল্পনা হীনতায় শেষ পর্যন্ত তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

যথা সময়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। বেশ প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছিল আসর। হর্ষ দত্তের নিজের বক্তব্যটি হয়তো সামান্য একটু দীর্ঘ হয়ে যায়, তবু মেনে নিই এই ভেবে যে, তিনিই তো এই আসরের মধ্যমণি আর তাঁকে নিয়েই তো এই অনুষ্ঠান। আর এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, হর্ষ দত্ত সত্যিকারের একজন সুবক্তা। তাঁর সুস্পষ্ট বাচন ভংগী, সুচিন্তিত অকাট্য যুক্তি সম্বলিত, ভাব , ভাষা, ব্যঞ্জনায় ও উপযুক্ত শব্দ চয়নে - বক্তব্যটি শ্রুতিমধুর ও প্রাণ স্পর্শী হয়ে উঠেছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত দর্শক শ্রোতারা তা উপভোগ করছিলেন।

দেশ সম্পাদক শ্রী হর্ষ দত্ত মঞ্চে তার বক্তব্য রাখছেন

হর্ষ দত্ত একজন আধুনিক মনস্ক মানুষ। তাঁর চিন্তা চেতনায় সুগভীর দর্শন রয়েছে। তাঁর প্রতিটি বর্ণনা বিশ্লেষণাত্মক, যুক্তিপূর্ণ ও প্রাসংগিক। ভালো লাগলো তাঁর এই আহ্বান, ‘অনুগ্রহ করে আপনারা লেখক দেখে লেখা পড়বেন না। পড়বেন লেখার মান দেখে।’ এও জানা গেল যে, ‘দেশ’ পত্রিকায় লেখকের নাম দেখে লেখা ছাপা হয়না। যে কেউ লেখা পাঠাক না কেন, এখানে অনুরোধ উপরোধ, স্বজন প্রীতি চলেনা। এখানে চার জনের একটি ‘এডিটোরিয়াল বোর্ড’ রয়েছে। তাঁরাই লেখাটির মান নির্ণয় করে ছাপানোর যোগ্য কি অযোগ্য তা নির্ধারণ করেন।

অনিন্দ্য সুন্দরী, মঞ্চ-চৌকষ ও সুকণ্ঠি উপস্থাপিকা শ্রীমতি সংঘমিত্রা রায়, পাশে শ্রী স্মিতিশ রায়

‘দেশ’ এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী সাগরময় ঘোষ এর সম্পাদক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান সম্পাদক মহোদয়ের অভিজ্ঞতা দর্শক শ্রোতাদের সাথে ভাগ করে নেওয়া সহ শ্রুতি নাটক, মুদ্রণের সেকাল ও একাল বিষয়ক একটি ভিডিও চিত্র - সবই ঠিক ছিল। কিন্তু বিপত্তি ঘটে যখন এখানকার কয়েকজন বিদগ্ধ স্বনামখ্যাত সাহিত্য

ব্যক্তিত্বদের (!) সাংবাদিকতা আর মুদ্রণ বিষয়ে দু একটা অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্য মঞ্চে আহ্বান করা হয়। এই সব বক্তারা মঞ্চে উঠেন নানান দলিল দস্তাবেজ হাতে নিয়ে। একজনতো পাগলের মত দাঁত বের করে মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজে-নিজেই শুধু হেসেছেন। বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কেন হাসছিলেন তিনি নিজে যেমন জানেন না তেমনি দর্শকরাও ঠিক বুঝতে পারছিলনা 'উনি কেন হাসছেন'। হর্ষ মানে হাসি, আর সে জন্যেই কি হর্ষ দত্তকে তুষ্ট করতে উক্ত বক্তা অনর্গল হেসে যাচ্ছিলেন। কেউ যেন বললো 'না, ওনার সামনের দাঁতের মাড়ি এমনিতেই একটু উঁচু।' দর্শকদের যন্ত্রনা এই বিট্‌কেল বক্তা কিছুতেই বুঝতে চাননি। বার কয়েক হাত-তালি দিয়েও তাকে নামানো যায়নি। যত হাত তালি পড়ে, ততই তিনি আরো বাড়তে থাকেন। তার বিরক্তিকর বক্তৃতা ততই আরো প্রলম্বিত হতে থাকে। গ্রাম্য প্রবাদ 'এমনিতে পাগলা বুড়ী তার উপরে ঢোলের বাড়ী'র মত অবস্থা হয়েছিল সেদিন। মাইক্রোফোন হাতে পেলে উক্ত বক্তা প্রায়শ হুঁশ হারিয়ে থাকেন বলে সিডনীতে তার ব্যাপক বদনাম আছে জানা সত্তেও আনন্দধারা কর্তৃপক্ষ কেন এ ধরনের ব্যক্তিকে কথা বলতে মঞ্চে ডাকলেন!! বক্তারা জ্ঞান গরিমা দর্শকদের উদ্দেশ্যে উজাড় করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় যেন সেদিন নামেন। অনুষ্ঠানের মধ্যমণি শ্রী হর্ষ দত্ত স্থুল মেধাবী এই বক্তাদের কথা শুনে লজ্জায় মাথা নুয়ে নীরবে শুনছিলেন। তাঁদের কথা কেউ শুনছে কি না শুনছে, ভাল লাগছে কি না লাগছে- সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে লাগামহীন বক্তব্য পেশ করে গেছেন। রাত বাড়ছে, ক্ষুধা, ঘুম, ঘরে ফেরার তাগিদে ধীরে ধীরে দর্শকদের আসন শূণ্য হতে থাকে। 'ধ্যাত্তুরী ছাই' ভাব নিয়ে কপাল কুঁচকে এক পর্যায়ে হর্ষ দত্ত নিজেও বিরক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে যান। অল্প কিছু দর্শক তখনও অপেক্ষায় ছিলেন 'প্রশ্নোত্তর' পর্বের অপেক্ষায়। খুব তাড়াহুড়ো করে 'প্রশ্নোত্তর' পর্ব শুরু হলো, ততক্ষণে আয়োজকরা চেয়ার টেবিল গুছাতে শুরু করেছেন।

প্রথম পর্ব শেষ হতে যখন দেরী হয়ে গেল তখন বিরতির সময় কি একটু কমিয়ে দেওয়া যেতনা? এটা তো হর্ষ দত্তকে নিয়ে অনুষ্ঠান, দর্শক শ্রোতারা এই সব তথাকথিত ইন্টেকচুয়ালদের নাতিদীর্ঘ(!) বক্তব্য শুনতে তো এখানে আসেন নি। তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস আর কেচ্ছা কাহিনী তো কেউ এখানে শুনতে আসেননি। আর সেই সব বক্তাদের ন্যূনতম বিবেচনা কি নেই যে, সময়ের স্বল্পতার কারণে আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা উচিত? কেন এই সব স্বখ্যাত ব্যক্তিত্বদের বক্তৃতায় রশি ধরা হল না? আর আয়োজক গণ কোন্ দুর্বলতার কারণে তাঁদেরকে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার জন্য 'স্লিপ' পাঠাতে কুণ্ঠিত বোধ করছিলেন? আয়োজকদের কাছে প্রশ্ন হলো, কেন পুরো অনুষ্ঠানের উপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ ছিলনা? কেন একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটানো হলো? আনন্দধারার আয়োজনে গতবছর বিখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখপধ্যায়ের অনুষ্ঠানে যারা আসেননি সেরকম কয়েকজন এবার এসেছিলেন হর্ষদত্তের অনুষ্ঠানে। তাদের কয়েকজন কটুক্তি করে বলেছেন, 'গতবার না এসে তবেতো ভালোই করেছিলাম।' আনন্দধারার অনুষ্ঠানে এবার (শিশু সমেত) সর্বসাকুল্যে একান্ন (৫১) জন দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। আগামীতে কোলকাতা থেকে আরো বড় কোন গুরু ঠাকুরকে আনলেও তার অর্ধেক দর্শক আসবেন কিনা সন্দেহ আছে। সুতরাং সতর্ক হউন আনন্দধারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হতভাগা জনৈক দর্শক-শ্রোতা, ৩০ মার্চ ২০১০, সিডনী